মৌলিক কর্মসূচির সমন্বয় সভা (CPCM)

তারিখ ঃ ২৭-০১-২০২৩ ইং।
স্থান ঃ নোয়াখালী সেন্টার, নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয় ।
সভাপতি ঃ তারিক সাঈদ হারুন, পরিচালক -মৌলিক কর্মসূচি
সচিব ঃ মো ঃ নুরে আলম, আঞ্চলিক কর্মসূচি সমন্বয়কারী, চট্টগ্রাম অঞ্চল ।

অংশগ্রহণকারী ঃ সংস্থার সকল অঞ্চলের আরপিসিগন, তারিক সাঈদ হারুন-পরিচালক-মৌলিক কর্মসুচী, মাহমুদুল হাসান দিদার-উপ পরিচালক-কোর অপারেশন, আবদুর রহমান ফরিদ-সহকারী পরিচালক-কোর অপারেশন, মোঃ ফিরোজ আলম-হেড এমই, মোঃ মিজানুর রহমান-প্রধান-সাইটেপ, এস এম তৌহিদুল আলম-প্রধান-আইসিটি ।

সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমেই সকলের মতামতের ভিত্তিতে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম নং	আলোচ্য বিষয় সমূহ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়ন কারী	তারিখ
০১.	Previous Meeting Minutes Review	সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। যে সকল শাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অসমাপ্ত কাজ গুলোর সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০২.	**MF Analysis**	০৬ টি অঞ্চলের বিগত জুন, জুলাই ও আগস্ট-২৩ ইং মাসের সদস্য ভর্তি, সঞ্চয় আদায়, ঋণবিতরণ বকেয়া বিশ্লেষণ করে দেখা যায় - ● সদস্য ভর্তি তুলনামুলক ভাবে অনেক কম এবং যে পরিমান ভর্তি সে পরিমান সদস্য ঋণের আওতায় আসেনি। অর্থাৎ সদস্য ভর্তি বেশী দেখালেও বাস্তবে তা নিস্ক্রিয়। এধরনের ভর্তির ব্যাপারে সকল আরপিসিকে সতর্ক করা হলো এবং ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা পূর্বের ন্যায় চলমান রাখার জন্য বলা হলো। ● ভোলা, চরাঞ্চল ও কক্সবাজার অঞ্চলে সঞ্চয় আদায়ের হার তুলনামুলক ভালো। কিন্তু চট্রগ্রাম , নোয়াখালী ও বরিশাল আঞ্চলে সঞ্চয় আদায়ের পরিমান অত্যন্ত কম । তাই এই অঞ্চল গুলোতে সঞ্চয় আদায় বৃদ্ধি করার জন্য বলা হয়। ● বিগত ০৩ মাসে সংস্থার প্রচুর পরিমান ফান্ড থাকা সত্বেও সকল অঞ্চলে আশানুরূপ ঋণস্থিতি বৃদ্ধি হয়নি। সকল অঞ্চলে সদস্য ভর্তি বৃদ্ধি করে ঋণস্থিতি বৃদ্ধি করার জন্য বলা হয়। ● বিগত ০৩ মাসে সকল শাখায় বকেয়া বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে চট্রগ্রাম অঞ্চলে মাত্রারিক্ত বকেয়া বৃদ্ধি পায় । সকল অঞ্চলে বকেয়া কমানোর জন্য বলা হয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বকেয়া কমানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৩.	**Overdue**	● সকল অঞ্চলেই বকেয়া বাড়তেছে, তার মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অস্বাভাবিক ভাবে বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে, যাহা দ্রুতই নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে। বিশেষ করে এমসিএম টার্গেট কোন ভাবেই ক্রস করা যাবে না। ● ব্যবস্থাপনার অনুমতি ছাড়া নতুন কোন সদস্যকে বকেয়ায় অন্তভুক্ত করা যাবে না। ● প্রতিদিন OTR মনিটরিং করতে হবে। দৈনিক কোন শাখায় OTR ৯৫% এর কম গ্রহনযোগ্য হবে না। ● প্রতিটি ঋণ বিতরনে ০২ জন জামিনদার মধ্যে ০১ জন অবশ্যই পরিবারের বাইরের লোক হতে হবে এবং অগ্রসর ঋনের ক্ষেত্রে সদস্য ও জামিনদার উভয় থেকে ০২ থেকে ০৩ টি চেক নিতে হবে। তাছাড়া সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সকল ডকুমেন্টস সংরক্ষন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৪.	**Admission & Fund**	● প্রতিদিন প্রতি কর্মী ০১ জন করে ভর্তি অব্যাহত রাখতে হবে। ● যে সকল সদস্য ভর্তি করানো হবে, তাদেরকে ঋণের আওতায় আনতে হবে। সঞ্চয়ী সদস্য ভর্তি করানো যাবে না। ● কোন সদস্য নিস্ক্রিয় করা যাবে না। ● আমাদের প্রচুর অলস ফান্ড পড়ে আছে , সদস্য বৃদ্ধি করে ফান্ডের সর্বচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ● ঋণ বিতরন বাড়াতে হবে । ● টার্গেট অনুযায়ী ১-২ লক্ষ টাকা ঋণী সদস্য বৃদ্ধি করে ফান্ডের সর্বচ্চ ব্যবহার করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৫.	**ME Loan**	● সংস্থার অগ্রসর ঋণী কভারেজ মাত্র ২৪%, যা খুবই কম এর মধ্যে মাসিক অগ্রসর ঋণ বিতরন সকল অঞ্চলে প্রতি মাসেই কমে যাচ্ছে, যাহা মোট অগ্রসর ঋণ বিতরনের মাত্র ২৫% । সদস্যার চাহিদা ও বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাসিক ঋণ বিতরন বাড়ানোর জন্য বলা হয়। ● ১ লক্ষ টাকা ঋণী সদস্য আগামী অক্টোবর'২৩ মাসের মধ্যে শাখা প্রতি ২০০ জন করে ২৩০০০ জনে উন্নিত করতে হবে। কিন্তু যা মোট টার্গেটের ৫৪% মাত্র। ● অগ্রসর কাভারেজ বাড়ানোর জন্য ৮০০০০/- এর পর ১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরনের জন্য সিডিও এবং বিএমদেরকে উৎসাহিত করতে হবে এবং বিশেষ সদস্য ভর্তির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

		• অগ্রসর ঋণের গড় পরিমান হচ্ছে- ১৩১০০০ যাহা ১৫০০০০ টাকায় উন্নিত করতে হবে। • অগ্রসর ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে ক্লাস্টারকে প্রধান্য দিতে হবে, এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের এবং প্রক্রিয়াজাতকরণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া কৃষি, ব্যাবসা ও সেবা এই ০৪ সেক্টরের আওতায় ঋণ বিতরন দেখানোর জন্য বলা হয়। • বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গত ২ মাসে (জুলাই-আগষ্ট'২৩) ইং মাসে সকল অঞ্চলে অগ্রসর ঋণ বিতরন কমে গেছে, ঋণ বিতরন বাড়াতে হবে।		
০৬.	**Agrosor-MFCE/SEP/RMTP**	• ২০২৩ থেকে ২০২৮ পর্যন্ত (৫ বছর মেয়াদী) **MFCE** প্রকল্পটি জুন-২০২৩ থেকে চালু হয়েছে। উল্লেখিত ঋণটি ১৮% লভ্যাংশে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী, দাগনভুঞা এবং সিলোনিয়া শাখা ব্যাতিত সকল শাখায় সেপ্টেম্বর'২৩ মাসের মধ্যে বিতরণ শেষ করতে হবে। পরবর্তীতে আদায় পরিমান বিতরন চলমান থাকবে। অর্থাৎ ঋণ স্থিতি কোন অবস্থাতেই দায়ের চেয়ে কম হতে পারবে না। • প্রকল্পের গাইডলাইন অনুযায়ী ঋণ বিতরনের পূর্বে Environmental and Social Management System (ESMS) বাধ্যতামুলক পূরণ করতে হবে। তাছাড়া এডিবি কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণ করা যাবে না। • RMTP (বিশেষায়িত ঋণটি) ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা যাবে, তবে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন প্রদাণ করতে হবে। ঋণ বিতরণ/আদায় প্রক্রিয়া হবে চেকের মাধ্যমে। ঋণের সার্ভিস চার্জ হবে ১৬%, ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে। - ঋণটি - কক্সবাজার-০৫ জন, ভোলা-০৫ জন, চট্টগ্রাম-০২ জন ও নোয়াখালী-০২ জন। সর্বমোট- ১৪ জনকে, অক্টোবর-২৩ ইং মাসের মধ্যে বিতরন সম্পন্ন করতে হবে। - ঋণটি মাসিক কিস্তিতে বিতরন হবে। - ঋনের কিস্তি আদায় প্রক্রিয়া হবে মাসিক ও চেকের মাধ্যমে, তাই লোন বিতরনের সময় সদস্য হতে কিস্তি সমপরিমান ১২ টি (সদস্য স্বাক্ষরিত) চেক রাখতে হবে। নগদ কিস্তি আনা যাবেনা। - ঋণের খাত সমুহ: প্রক্রিয়াজাতকরন, কৃষি খামার, সব্জী খামার, গরুর খামার, ডেইরী ফার্ম, পোল্টি ফার্ম, মাছের খামার ইত্যাদি - ঋণের মেয়াদ-০১ বছর, ঋণের সিলিং-১০-৩০ লক্ষ টাকা ।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৭.	**WASH Project**	নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ওয়াশ প্রকল্পের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। নোয়াখালী অঞ্চলের সকল শাখা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ০৫টি নতুন শাখা সহ মোট ১৫টি শাখায় ওয়াস প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই ঋণ বিতরনে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। তাই এএম ও আরপিসিকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সহকারী পরিচালকের-কোর অপারেশনের মৌখিক অনুমোদন ছাড়া চট্টগ্রামের কিছু শাখায় ঋণ বিতরণ করা যাবে না। **প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী**:- • একজন কর্মী প্রতি সপ্তাহে ০১টি বিসিসি ক্যাম্পেইন করবেন। • ওয়াশ প্রকল্পের ঋণ মাস্টাররোল আলাদা ভাবে করতে হবে। • ঋণ বিতরণের সময় সাইট স্কিনিং ফরমেট পূরণ করে লাগাতে হবে এবং বিগত দিনে যে সকল শাখায় ঋণ ফরমে সাইট স্কিনিং ফরমেট লাগানো হয়নি সে সকল শাখায় ফরমে চলতি সপ্তাহের মধ্যে সাইট স্কিনিং ফরম লাগিয়ে হাল নাগাদ করে রাখতে হবে। • বিতরনকৃত সকল সদস্যকে চলতি আগস্ট'২৩ মাসের মধ্যে ইনসেনটিভ প্রদান করতে হবে। • প্রণদনার জন্য আলাদা রেজি: ব্যবহার করতে হবে। • অভিযোগ নীতিমালার জন্য আলাদা রেজি:ব্যবহার করতে হবে। • প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক শাখায় ২৫ জন সদস্যকে স্যানিটেশন ঋণ প্রদান করতে হবে। এই ব্যাপারে এএম এবং আরপিসিকে আরো ফলোআপ বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন ও ওয়াটার সাপ্লাই ঋণ বিতরণ শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৮.	**Internal Audit Feedback**	• গত আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-২৩ পর্যন্ত অডিট পিরিয়ডে- নোয়াখালী অঞ্চলের ০১ টি শাখা (সিলোনিয়া) এবং চরাঞ্চলে ০১ টি শাখা (সাকুচিয়া) মোট দু'টি শাখা আত্নসাৎ নিল পাওয়া যায় । ০২ টি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়। • অডিট পর্যালোচনায় দেখা যায়, রেগুলার ও সারপ্রাইজ অডিটের আত্নসাৎ প্রায় সমান । রেগুলার অডিটে এখনও ১০০০/= টাকার উপরে ২৬ জন কর্মীর আত্নসাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট পাওয়া যায়। যা কোন ভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়। • সকল শাখায় আত্নসাৎ নিল রাখতে হবে এবং সেভাবেই পুর্ব প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে। • অডিট সম্পন্ন হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এএম অডিট এ্যাকশন প্লান পাঠাতে হবে। • অডিটে প্রাপ্ত সকল সমস্যার উত্তর সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও যৌক্তিক হতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
০৯.	**New Region**	• কুমিল্লায় নতুন অঞ্চল করার পরিকল্পনা গৃহিত হয় এবং সেইলক্ষ্যে ইতিমধ্যে এলাকা সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে, স্থান চুড়ান্ত করে নির্বাহি পরিচালক এর অনুমোদন সম্পন্ন করা হয়, ৪ ঠা অক্টোবর-২৩ মাস হতে কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ টি শাখা দিয়ে অঞ্চলের কার্যক্রম শুরু করা হবে । শাখা গুলো হলো-০১. কুমিল্লা সদর, ০২. কুমিল্লা সদর-২, ০৩. নিমসার, ০৪. বুড়িচং , ০৫. বাঘমারা(লালমাই), ০৬.নাঙ্গলকোট, ০৭.	সংশ্লিষ্ট সকল	৪ঠা অক্টোবর-২০২৩

		চৌদ্দগ্রাম, ০৮. লাকসাম, ০৯.কংশনগর, ১০. বাঙ্গড্ডা ।		
১০.	**Primary Health**	• সংস্থার ৫ বছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে সকল শাখায় স্বাস্থ্য কর্মী নিশ্চিত করা হবে। • প্রথম পর্যায়ে জানুয়ারী-২৪ এর মধ্যে ২০ শাখায় স্বাস্থ্য (প্যারামেডিকস) কর্মী নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে আগামী নিয়োগ গুলোতে পর্যায়ক্রমে ১-২ জন করে স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ দেয়ার জন্য বলা হয়। • মো : মিজানুর রহমান-প্রধান সাইটেপ এই বিষয় গুলো নিশ্চিত ও দেখাশোনা করবেন।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১১.	**Software**	• সফটওয়্যার প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন হালনাগাদ করতে হবে। • সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে অনলাইন জন্মনিবন্ধন ব্যাতিত হাতে লিখা অথবা কম্পিউটারে লিখা জন্মনিবন্ধন দিয়ে ভর্তি ও বিতরন করা যাবে না। • এলাকা ব্যবস্থাপকগণ প্রতিদিন শাখার ডে-বুক- সঞ্চয়, বকেয়া ও চলতি বকেয়া সদস্য রিপোর্ট যাচাই করতে হবে। • নতুন শাখার ডেসবোর্ড তথ্য আসেনা এবং মৌসুমী ঋণের রিবেট হয় না যার কারনে অনেক সদস্য ঋণ পরিশোধের তারিখের আগে পরিশোধ করলে পুরো টাকাই নিতে হয়। দ্রুত পিসিলিংকের সাথে কথা বলে সমাধান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১২.	**CITEP & Health.**	• CITEP ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী প্রতিটি অঞ্চলে আরো সম্প্রসারন করা হবে। • সাইটেপ কর্মীকে হেড-সাইটেপ পরিচালনা করবেন। • প্রতিটি অঞ্চলে বর্তমানে যে সব সাইটেপ কর্মী রয়েছে তাদেরকে আরপিসি সকল কর্মকান্ডে সাহায্য করবেন এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিবেন । • সাইটেপ কর্মী কংকেশ্বর ও কাওসার আগামী ডিসেম্বর-২৩ ইং পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়মিত বকেয়া সাপোর্ট দিবে। • কংকেশ্বর এর কর্মস্থল হবে সীতাকুন্ড এবং কাওসার এর কর্মস্থল হবে ফুলতলা।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৩.	**Disability Person**	গত ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার কর্ম এলাকার ১১৫টি শাখার আওতায় ১১ টি জেলা, ৬৫ টি উপজেলা ও ৪৬৩ টি ইউনিয়ন এর আওতাধীন সমিতি ও সমিতির আশপাশের এলাকা থেকে ওয়াশিংটন ম্যাথড অনুযায়ী ৬টি প্রতিবন্ধিতার ধরনের উপর প্রতিবন্ধি ব্যাক্তি বা তার পরিবারকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে ২৮৭৮ জন প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। - সংস্থার মৌলিক কর্মসুচির পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা অনুসারে কর্ম এলাকার মোট প্রতিবন্ধির ৫% ব্যাক্তি/ পরিবারকে (প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির ভরন পোষনের দায়িত্ব গ্রহনকারী ব্যাক্তি) ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। - এ বছর (আগষ্ট-অক্টোবর'২৩) মধ্যে আমাদের ১৯ টি ঋণ বিতরন করার পরিকল্পনা ছিল ইতিমধ্যে আমরা ১৭ টি ঋণ বিতরন সম্পন্ন করেছি। আরো ০২ টি ঋণ এখনও বিতরনের বাকী আছে। যা চট্রগ্রাম অঞ্চলে করতে হবে। - ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭০% সরাসরি প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিকে ও ৩০% প্রতিবন্ধি ব্যাক্তির পরিবারকে প্রদাণ করা যাবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৪.	**Bkash & DFS**	• বিকাশের সাথে সফটওয়্যার কোম্পানীর সাথে পরীক্ষামুলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিঘ্রই লেনদেন করা যাবে। • সকল সদস্যদের বিকাশ তথ্য পুনরায় হালনাগাদ করতে হবে এজন্য নতুন করে পুনরায় ফরমেট দেয়া হবে। • আগামী অক্টোবর-২৩ ইং এর মধ্যে তথ্য হালনাগাদ এর কাজ শেষ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৫.	**Staffing**	• কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য ইতিমধ্যে আরপিসি, এএম, বিএম ও সিডিও তালিকা সম্পন্ন করা হয়েছে। বদলি পত্র অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকলকে কুমিল্লা অঞ্চলে রিপোর্ট করতে হবে। এ বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহনযোগ্য হবে না। তাছাড়া কুমিল্লা অঞ্চল প্রধান কার্যালয় থেকে মনিটরিং করার জন্য হেড-এমই-মো:ফিরোজ আলমকে কোর অপারেশন হিসেবে চুড়ান্ত করা হয়েছে। • কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য আরপিসি হিসেবে- মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং এলাকা ব্যবস্থাপক হিসেবে হোসাইন মোঃ শাহেদ ও বিপুল চন্দ্র শীলকে চুড়ান্ত করা হয় । • মো : আয়ুব আলী-আরপিসিকে চরাঞ্চল হতে ভোলা অঞ্চলে বদলী করা হবে এবং চরাঞ্চলে নতুন করে মো : জহির উদ্দিন-এএমকে চরাঞ্চলের আরপিসি-ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। • কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য পুরাতন অঞ্চলগুলো থেকে ১০জন সিডিও এবং ১০ জন বিএম কে বদলি করা হবে। সকলকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে এদেরকে যথা সময়ে কুমিল্লায় প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান
১৬.	**AOB**	- সকল শাখায় পর্যায়ক্রমে আইপিএস ও ফ্রিজ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । - ভোলা অঞ্চলের আরএমপিও মিটিং সম্পন্ন করতে হবে এবং শাখা জনসংগঠন মিটিং চলমান রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	চলমান

		– এমসিএম, সিপিসিএম ও প্রশিক্ষনর খাদ্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়		

সভাপতি

তারিক সাইদ হারুন
পরিচালক
মৌলিক কর্মসূচী ।

সচিব

মো ঃ নুরে আলম
আঞ্চলিক কর্মসূচী সমন্বয়কারী
নোয়াখালী অঞ্চল ।